بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ১৮ই মার্চ ২০১৬ তারিখে লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা প্রকৃত অর্থে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা অনুধাবন করব আর সত্যিকার খোদাপ্রেম আমাদের মাঝে সৃষ্টি হবে আর আমাদের প্রতিটি কথা এবং কর্ম খোদা তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী হবে।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পিতা মাতারা অনেক সময় কোন কাজের কারণে সন্তান সন্ততিদের কঠোরভাবে ভৎর্সনা করে বা খুবই কঠোর হাতে তাদেরকে ধৃত করে। আর অনেকেই সন্তান সন্ততির ভুল ভ্রান্তিকে এতটাই উপেক্ষা করে যে, সন্তানদের ভালো মন্দের পার্থক্য শক্তি হারিয়ে যায়। এই উভয় কথাই সন্তান সন্ততির তরবিয়তের ওপর খুবই বিরূপ প্রভাব ফেলে। অতি কঠোর ব্যবহার, কথায় কথায় বিনা কারণে বা যুক্তি প্রমাণ ছাড়া বাঁধা দেয়া বাচ্চাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে আর এরপর বয়সের একটি সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর তারা আর বৈধ কথার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না। অনুরূপভাবে সকল বিষয়ে বাচ্চাদের পক্ষপাতিত্ব করাও যেভাবে আমি বলেছি, তরবিয়তের ওপর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে এমন সন্তান সন্ততির ওপর যারা শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করছে। পিতামাতার এই আচরণ বিশেষ করে পিতার এমন আচরণ তাদেরকে নষ্ট করে। সুতরাং এমন বয়সে সন্তান সন্ততিদের বোঝানোর জন্য যুক্তি এবং প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলা উচিত, বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন কিনা সন্তানদের ওপর কেবল তাদের সীমিত পরিবেশেরই প্রভাব পড়ছে না বরং পুরো দেশ বরং সারা পৃথিবীর পরিবেশ তাদেরকে প্রভাবিত করছে। এমন পরিস্থিতিতে তরবিয়তের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পিতাদের এই কথাগুলো দৃষ্টিতে রাখা চাই যে, কোথায় নমনীয় হতে হবে, কোথায় কঠোর হতে হবে আর কিভাবে বোঝাতে হবে। এটি পিতাদের দায়িত্ব, তাই শুধু মায়েদের হাতে এটিকে ছেড়ে দেবেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিভাবে তরবিয়ত করতেন এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। কোন্ কোন্ জিনিস হালাল বা বৈধ আর কোন কোন জিনিস তৈয়্যব বা পছন্দনীয় তার তফসীর বর্ণনা করছেন তিনি। তিনি বলেন, স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, কোন প্রাণী সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন যাদের দেখতে আকর্ষণীয় মনে হয়, কোন প্রাণীকে কণ্ঠের জন্য যার সুর খুবই উন্নত, কোন প্রাণী খাওয়ার জন্য যার মাংস খুবই সুস্বাদু, কোন প্রাণী ঔষধের জন্য যার মাংসে কোন রোগ সুস্থ করার বৈশিষ্ট্য থাকে। কোন প্রাণী শুধু হালাল হওয়ার কারণেই খাওয়া উচিত নয়। নিঃসন্দেহে তা হালালও এবং তৈয়্যবও কিন্তু তারপরও দেখার বিষয় হলো অধিক কল্যাণ কোথায় নিহিত। নিজের লাভের জন্য মানব জাতির কল্যাণকে নিঃশেষ করা উচিত নাকি নিজ লাভের ওপর মানব জাতির কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত কেননা এসব প্রাণী খেয়ে ফেললে মানুষ অন্য অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, শৈশবেই আমাকে এসব কথা শেখানো হয়েছে। শৈশবে একদিন আমি একটি তোতা বা টিয়া পাখি শিকার করে ঘরে নিয়ে আসি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেটি দেখে বলেন যে, মাহমুদ! এর মাংস হারাম বা অবৈধ নয় ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সব প্রাণী খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি, কিছু সুন্দর প্রাণীকে তিনি দেখার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যেন সেগুলো দেখে চোখ প্রশান্ত হয়। অনেক প্রাণীকে আল্লাহ্ তা'লা সুন্দর সুর বা কণ্ঠ দিয়েছেন যেন তাদের আওয়াজ শুনে শ্রবণ ইন্দ্রীয় প্রশান্তি বোধ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রীয় বা অনুভূতির জন্য নিয়ামতরাজি সৃষ্টি

করেছেন। সেই সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে কেবল রসনা ক্ষুধা চরিতার্থ করলেই চলবে না।

সুতরাং তরবীয়তের এই সুন্দর রীতি কেবল হৃদয়কেই বিমোহিত করে না বরং খোদার এই নির্দেশকেও হৃদয়ঙ্গম করায় যে, হালাল বা তৈয়্যব বস্তু খাও কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সাবধানতা থাকা উচিত। এখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত আরও কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পৃথিবী থেকে বিদআত বা ধর্মের শাশ্বত শিক্ষার সাথে যে নতুন সংযোজন হয়েছে সেগুলো দূর করা এবং ইসলামের সুন্দর শিক্ষা দেখাতে এসেছেন। সুতরাং যেখানে এটি তাঁর মিশন বা উদ্দেশ্য সেখানে তাঁর পবিত্র সত্তা কিভাবে কোন প্রকার বিদআতের প্রসার বা বিদআত ছড়ানোর কারণ হতে পারে? নাঊযুবিল্লাহ্। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের ছবি উঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমীপে যখন একটি কার্ড উপস্থাপন করা হয় যাতে তাঁর ছবি ছিল, একটি পোস্ট কার্ড ছিল এটি, তখন তিনি বলেন, এর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না, আর জামাতকে নির্দেশ দেন যে, কোন ব্যক্তি যেন এমন কার্ড ক্রয় না করে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ পরবর্তীতে আর কেউ এমনটি করার ধৃষ্টতা দেখায়নি। কিন্তু আজকাল পুনরায় কোন কোন স্থানে কোন টুইটস্-এ বা হোয়াট্স্ এ্যাপ-এ আমি দেখেছি যে, মানুষ পুরোনো কার্ড কোন স্থান থেকে বের করে ছড়ানোর চেষ্টা করছে, কোন যুগের কার্ড বের করে যা নিজেদের প্রবীনদের কাছ থেকে নিয়ে থাকবে বা কোন পুরোনো বই পুস্তকের দোকান থেকে কেউ ক্রয় করে থাকবে। তো এটি একটি ভ্রান্ত রীতি যা বন্ধ হওয়া উচিত। তিনি (আ.) এইজন্য ছবি উঠিয়েছেন বা ছবি তুলেছেন যেন দূর দুরান্তের লোকেরা বিশেষ করে ইউরোপিয়ান মানুষ যারা চেহারা দেখে চিনতে পারে তারা যেন তার ছবি দেখে সত্য সন্ধানে আগ্রহী হয়, কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, কার্ডে ছবি ছাপিয়ে মানুষ সেটিকে ব্যবসার মাধ্যম বানানোর চেষ্টা করছে অথবা না বানিয়ে ফেলে এবং যখন তাঁর এই আশঙ্কা হলো যে, এর ফলে কোথাও আবার মানুষ এটিকে বিদআত হিসেবে অবলম্বন না করে বসে তখন তিনি কঠোরভাবে এতে বাধা দেন বা বারণ করেন। আর কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এটিও বলেন যে, এগুলো নষ্ট করিয়ে দেওয়া হোক। সুতরাং কিছু মানুষ যারা ছবির ব্যবসা করে বা ছবিকে ব্যবসার মাধ্যমে হিসেবে নিয়েছে আর যারা অনেক মূল্য আদায় করে তাদের এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এছাড়া কিছু এমনও আছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবিতে রঙিন ইফেক্ট দেওয়ার চেষ্টা করে অথচ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন রঙিন ছবি নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত রীতি, এটি থেকে বিরত থাকা উচিত। এছাড়া খলীফাদের ছবিরও অনেক ভ্রান্ত ব্যবহার রয়েছে, তা থেকেও বিরত থাকা উচিত। একবার এক শূরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সামনে সিনেমা বা চলচ্চিত্র এবং বায়োস্কোপ সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হয়। তখন তিনি বলেন, এ কথা বলা যে, সিনেমা এবং বায়োস্কোপ এবং ফোনোগ্রাফ নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে অপছন্দনীয় এটি সঠিক নয়। স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ফোনোগ্রাফ শুনেছেন এবং এর জন্য তিনি নিজে একটি কবিতা লিখেছেন এবং পড়িয়েছেন। এখানকার হিন্দুদের ডেকে তিনি সেই নযম শুনিয়েছেন। সেই নযমের একটি পঙক্তি হলো,

আওয়াজ আ রাহী হ্যা ইয়ে ফোনোগ্রাফ সে (ফোনোগ্রাফ থেকে এই আওয়াজ আসছে)
ঢুন্ডো খুদা কো দিল সে না লাফ ও গুযাফ সে (খোদা তা'লাকে কেবল বুলি বা দাবি সর্বস্ব নয় বরং আন্তরিকভাবে সন্ধান কর)।

সুতরাং সিনেমা বা চলচ্চিত্র নিজ বৈশিষ্ট্যে অপছন্দনীয় নয়। অনেকে প্রশ্ন করে যে, সেখানে যাওয়া অর্থাৎ সিনেমায় যাওয়া পাপ নয় তো। এটি নিজে বা নিজ বৈশিষ্ট্যে অপছন্দনীয় নয় বরং এই যুগে এর যে বিভিন্ন রূপ আছে সেগুলো অপছন্দনীয়। কোন চলচ্চিত্র যা সম্পূর্ণভাবে তবলীগি এবং তালীমি হয়, যাতে তামাশা বা নাটকীয়তার কোন দিক না থাকে তাতে কোন অসুবিধা নেই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমার মতামতও এটিই। তবলীগের ক্ষেত্রেও নাটকীয়তা অবৈধ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সামনেও এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত, যারা বলে যে, কোন সময় যদি এম টি এ-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মিউযিক বা সংগীত অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা ভয়েস অব ইসলাম যে রেডিও আরম্ভ হয়েছে তাতেও যদি মিউযিক বা সংগীত অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই, এসব কথা এবং এসব নতুন সংযোজনকে নির্মূল করার জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)

এসেছিলেন। তাঁর (আ.) যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে আমাদের চিন্তাধারার প্রবাহ তার অনুকূলে প্রবাহিত হওয়া উচিত। নিত্য নতুন আবিষ্কারাদিকে কাজে লাগানো নিষিদ্ধ বা অবৈধ নয় আর এটি বিদআতও নয় কিন্তু এসবের অন্যায় ব্যবহারই এসবকে বিদআতে পর্যবসিত করে। অনেকে এই প্রস্তাবও দেয় যে, তবলীগি এবং তরবিয়তি অনুষ্ঠান সমূহ যদি নাটক হিসেবে প্রণীত হয় তাহলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে, আপনারা যদি এসব অন্যায় এবং ভ্রান্ত কাজে প্রবেশ করেন বা অনুষ্ঠান মালায় যদি এসব অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে কিছুকাল পর শত প্রকার বিদআত নিজেই অনুষ্ঠান মালায় অনুপ্রবেশ করবে। অ-আহমদীদের দৃষ্টিতে হয়তো কুরআন শরীফও মিউযিকের সাথে পড়া বৈধ হতে পারে কিন্তু একজন আহমদীকে বিদআত বা নিত্য নতুন সংযোজনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। তাই আমাদের এসব এড়িয়ে চলা উচিত এবং এগুলোকে এড়িয়ে চলার অনেক বেশি চেষ্টা করা উচিত। অতএব বিদআতের প্রসার ঘটলে এভাবে মানুষের চিন্তাধারারও বিকৃতি ঘটে। এক জায়গায় ডাক্তারদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ডাক্তাররা রোগীর চিকিৎসা করার সময় মনে করে যে, আমাদের রোগীদের চিকিৎসার কাজ আমরাই সারতে পারি, অন্য কাউকে দেখানোর প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে ভারতবর্ষে এটি হয়ে থাকে আর তারা মনে করে যে, কোন পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরও এই রীতি ছিল আর আমারও এই একই রীতি যে, ১৯১৮ সনে যখন আমি অসুস্থ্য হই তখন ডাক্তার এবং কবিরাজদের একত্রিত করি, ডাক্তারদের ঔষুধও খেতাম আর কবিরাজদেরও কেননা জানা নেই যে, কার দ্বারা আমরা উপকৃত হব। কোন ডাক্তার নিজেকে খোদা মনে করলে করতে পারে কিন্তু আমরা তো তাকে মানুষই মনে করি।

অনেক সময় সাধারণ গুল্ম লতা বা ভেষজ চিকিৎসা যারা করে তারা রীতিমত কবিরাজও হয় না কিন্তু তাদের হাতে কিছু ব্যবস্থাপত্র আসে আর তারা মানুষের চিকিৎসা করে এবং তারা রোগীর খুবই উন্নত চিকিৎসা করে থাকে। যেখানে অনেক সময় ডাক্তাররাও ব্যর্থ হয় আর কোন চিকিৎসা যেখানে কাজে আসে না সেখানে তাদের এই চিকিৎসা, এই গুল্ম লতা বা কবিরাজি ঔষধ কাজে লাগে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সৈয়্যদ আহমদ নূর কাবলী সাহেবের নাকে ক্ষত ছিল। তিনি অনেক জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন, লাহোরের মিউ হাসপাতালেও গিয়েছেন, এক্সরে করিয়ে দেখেছেন যে, কারণ কি এবং চিকিৎসা নিয়েছেন কিন্তু ক্ষত ক্রমশঃ দুরারোগ্য হয়ে ওঠে। অবশেষে তিনি পেশাওয়ার যান এবং সেখানে এক নাপিতের চিকিৎসা গ্রহণ করেন। সেই ব্যক্তি শুধু তিন দিন ঔষধ ব্যবহার করিয়েছে আর ক্ষত ভালো হয়ে যায়। তিনি বলেন, এমন দক্ষ এবং কুশলীরা রয়েছে যারা এমন এমন বিষয় জানে যে, এগুলোকে যদি জীবিত রাখা হয় তাহলে এসব থেকে অনেক নতুন পেশার সূচনা হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, এক নাপিত ছিল যে এমন মলম বানানো জানতো যা ব্যবহারে অনেক বড় বড় পুরোনো ক্ষত, দুরারোগ্য ক্ষত ঠিক হয়ে যেত। মানুষ দূর দুরান্ত থেকে তার কাছে চিকিৎসার জন্য আসতো। তার ছেলে তার কাছে ব্যবস্থাপত্রের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলতো যে, এই বিষয়ে অবগত ব্যক্তি পৃথিবীতে দু'জন হওয়া উচিত নয়। সুতরাং এটি আমার কাছে আছে, এখানেই থাকবে। সে নিজ ছেলেকেও তা বলেনি। অবশেষে সে বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং মারাত্মকভাবে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। তার পুত্র তাকে বলে যে, এখন তো আমাকে জানিয়ে দিন কেননা জীবনের কোন ভরসা নেই। সে বলে যে, ঠিক আছে তুমি যদি মনে কর যে, আমি মারা যাচ্ছি তাহলে আস তোমাকে বলছি। কিন্তু এরপর সে বলে যে, আমি হয়তো সুস্থ্য হয়ে উঠব বা আমি সুস্থ্য হয়ে উঠতে পারি তাই সে আর ছেলেকে জানায়নি। এর কয়েক ঘন্টা পরই সে ইহধাম ত্যাগ করে। তার ছেলের আর জানা হলো না এবং সেই জ্ঞান সম্পর্কে সে অজ্ঞই থেকে গেল। তার ধারণা ছিল যে, আমি অবগত হব কিন্তু পিতার হঠকারিতার কারণে বেচারা অজ্ঞই থেকে গেল। তিনি বলেন, কার্পণ্য উন্নতির নয় বরং লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনার কারণ হয়। তাই এমন বিষয়ে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্পন্য করা উচিত নয়, জ্ঞানের প্রসার এবং বিস্তারের চেষ্টা থাকা চাই। তিনি বলেন, অনেক সময় এটি (অর্থাৎ এই কার্পণ্য) বংশের ধ্বংস ডেকে আনে। তাই এসব পেশা এবং উপজীব্য সম্পর্কে শেখানো কল্যাণকর হয়ে থাকে, এর ফলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আমি মনে করি হারিয়ে যাওয়া এসব উপজীব্য বা প্রফেশন সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা হওয়া উচিত। সুতরাং ডাক্তাররা কোন কোন ক্ষেত্রে অহংকারের কারণ হয় বা অহংকার করে আর এই

অহংকারের কারণে তারা অন্যের দুঃখ কষ্টের কারণ হয়। আর কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা জ্ঞানের অবসান ঘটায় আর পৃথিবী একটি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তো অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বে এটি একটি সাধারণ বা সার্বজনীন সমস্যা। জামাতে আহমদীয়াকে সেখানে এই বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন এই অজ্ঞতা দুরীভূত করা সম্ভব হয়। মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকে আর সবকিছু স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে। আবার অনেকেই হয়ে থাকে ত্বরা পরায়ণ। দুর্বিসন্ধি না থাকলেও তারা আপত্তি করে বসে বা এমনভাবে কথা বলে যাতে আপত্তির দিক থাকে। এমন লোকদের কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একবার এমনই ভিন্ন প্রকৃতির দুই ব্যক্তি এক জায়গায় একত্রিত হয়। ১৯০৫ সনের ৪ঠা এপ্রিলে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প আসে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভূমিকম্প সম্পর্কে অগণিত ইলহাম হয়। বহু ইলহাম হয় যে, ভূমিকম্প আসবে। তিনি খোদার বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে বাগানে আশ্রয় নেন। কতক নির্বোধ তখনও বলে বসতো যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্লেগের ভয়ে বাগানে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই যুগে প্লেগেরও প্রাদুর্ভাব হয়েছিল আর ভূমিকম্পও হচ্ছিল। তারা বলে যে, তিনি প্লেগের ভয়ে বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো আমি কিছু আহমদীর মুখেও এ কথা শুনেছি অথচ প্লেগের ভয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কখনও তাঁর ঘর পরিত্যাগ করেননি।

তাই ত্বরাপরায়ণ প্রকৃতির মানুষ অনেক সময় চিন্তা ভাবনা না করেই আপত্তিকর কথা বলে বসে। এটি থেকে বন্ধুদের দূরে থাকা উচিত। খুতবা ইলহামিয়া চলাকালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যেভাবে দেখেছেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, তিনি (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা আরবী ভাষায় ঈদের খুতবা প্রদানের নির্দেশ দেন, তাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দেয়া হবে। তিনি ইতোপূর্বে কখনও আরবী ভাষায় বক্তৃতা করেননি কিন্তু তিনি যখন বক্তৃতা করার জন্য দন্ডায়মান হন বা বক্তৃতা করার জন্য আসেন আর বক্তৃতা আরম্ভ করেন, আমার খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে, যদিও বয়স কম হওয়ার কারণে আমি আরবী বুঝতে পারতাম না কিন্তু তাঁর এমন সুন্দর এবং জ্যোতির্মন্ডিত অবস্থা বিরাজ করছিল যে, আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা শুনতে থাকি অথচ একটি শব্দ বোঝাও আমার জন্য সম্ভব ছিল না। খুতবা ইলহামিয়াতে মসীহ্ মওউদের যে বিজ্ঞাপন রয়েছে তা থেকে এটি স্পষ্ট হয় না যে, মসজিদে মুবারক কোনটি অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদকে মানুষ এই প্রশ্ন করে। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) খুতবা ইলহামিয়া আনিয়ে সেই বিজ্ঞাপন পাঠ করেন আর বুঝান যে, এখানে এই মসজিদের কথাই বুঝানো হয়েছে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে নির্মাণ করিয়েছেন আর নিম্ন লিখিত রেওয়ায়েত তিনি বর্ণনা করেন। একবার হযরত উম্মুল মু'মিনীন অসুস্থ্য হয়ে পরেন, প্রায় ৪০ দিন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এ মসজিদ সম্পর্কে বা এই মসজিদ সংক্রান্ত ইলহাম রয়েছে। প্রকৃত ইলহামটি এ ধরণের, "মুবারিকুন ওয়া মুবারাকুন ওয়া কুল্লু আমরিন মুবারিকিন ইয়াজআলু ফিহ" অর্থাৎ তিনি বলেন যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম, এটি যেহেতু এ মসজিদ সংক্রান্ত ইলহাম, তাই চল এই মসজিদে গিয়ে তোমাকে ঔষধ দেই। হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে বা আম্মাজানকে হযরত মসীহ্ মওউদ মসজিদে গিয়ে ঔষধ খাওয়ানোর প্রস্তাব করেন, মসজিদে এসে ঔষধ খাওয়ান আর দুই ঘন্টার ভেতর হযরত উম্মুল মু'মিনীন সুস্থ্য হয়ে উঠেন। ডাক্তারদের ধর্মের খেদমতের বা ধর্ম সেবার দায়িত্ব পালন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা থাকা উচিত। এই বিষয়ে নসীহত করতে গিয়ে বলেন যে, অসুস্থ্য এবং রুগ্ন লোকদের ওপর সত্যের প্রভাব খুব দ্রুত পরে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন যে, আমি কি সেবা করতে পারি ধর্মের, ধর্মের কোন্ খেদমত করব? তিনি (আ.) বলেন যে, আপনি অসুস্থ্য লোকদের তবলীগ করুন। অসুস্থ্য লোকদের হৃদয় যেহেতু খুবই কমল হয়ে থাকে তাই এটি ভালো একটা সুযোগ।

অতএব, বর্তমান যুগের ডাক্তারদের মাথায় এই চিন্তা-চেতনাই থাকা উচিত। আর এ কথা মেনে চললে জাগতিক আয়-উপার্জনের পাশাপাশি ধর্ম সেবার সুযোগ পেয়ে খোদার কৃপারাজীকেও তা আকর্ষণ করবে বা খোদার কৃপাভাজনও করবে। আজকাল প্রাশ্চাত্যে পর্দার প্রশ্নটি নারী অধিকারের নামে বড়

জোরালো ভাবে বা সন্ত্রাসকে নির্মূল করার নামে ফলাও করে প্রচার করা হয় বা বিনা কারণে ইসলামের ওপর আপত্তি করার জন্য তা উঠানো হয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এর বিভিন্ন দিক এবং আঙ্গিক তুলে ধরেছেন যে, কেমন পর্দা করা উচিত, কোন পরিস্থিতিতে। নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়া সম্পর্কে কুরআন বলে যে, **"ইল্লা মাজহারা মিন হা"** অর্থাৎ 'যে সৌন্দর্য নিজ থেকেই প্রকাশ পেয়ে যায়' এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর এই প্রেক্ষাপটে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে তফসির রয়েছে তা তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন যে, **"ইল্লা মাজহারা মিনহা"** এর অর্থ হল দেহের সেই অংশ যা এমনিতেই প্রকাশ পায়, আর যা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে গোপন করা না যায়, সেই বাধ্যবাধকতা গঠনগত হোক বা এটি দৈহিক গঠনের কথা বলা হচ্ছে, যেমন মানুষের হাইট বা উচ্চতা এটি এক প্রকার সৌন্দর্য যা গোপন করা অসম্ভব, তা প্রকাশে শরীয়ত বারণ করে না বা রোগ ব্যাধির দৃষ্টিকোণ থেকেও হতে পারে অর্থাৎ চিকিৎসার জন্য শরীরের কোন অঙ্গ বা অংশ ডাক্তারকে দেখাতে হয়। সুতরাং ইসলাম স্বাধীনতাও নিশ্চিত করেছে আবার বিধি-নিষেধও আরোপ করেছে, লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়নি, কিছু বাধ্যবাধকতার অনুমতি আছে, পর্দাকে শিথিল করার বা পর্দার মান কিছুটা শিথিল করার কিন্তু একই সাথে বিনা কারণে অবৈধভাবে ইসলামী নির্দেশকে পদদলিত করতে বারণ করেছে, স্বাধীনতার নামে ইসলামে নির্লজ্জতার কোন সুযোগ নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় জ্ঞান এবং ব্যুৎপত্তির কথা উল্লেখ করকে গিয়ে মুসলেহ্ মওউদ বলেন যে, ইসলামী মাসলা মাসায়েলের ভিত্তি হল ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা এবং ধর্মীয় ব্যুৎপত্তি অর্জন। এগুলোর ভিতর গভীর প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এটি না বুঝবে প্রতারিত হয়ে ভ্রষ্টতার স্বীকার হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার কোন মজলিস বা বৈঠকে বলেন যে, মানুষ যদি তাকওয়ার দাবি সমূহ মেনে চলে তাহলে সে শত বিয়েও করতে পারে। সেই দিনগুলোতে বা সে সময় জামাত যেহেতু ছোট ছিল বন্ধুদের পরস্পর সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে একে অন্যের সাথে স্বাক্ষাৎ হয়ে যেত এমন বিষয় নিয়ে অনেক দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা হত, সেই কালে কোন একটি সময় এ বিষয়টি আলোচনাধীন আসে। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল বলেন যে, চার বিবি সংক্রান্ত বা চার বিয়ে সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শরীয়ত থেকে প্রমাণিত নয়। আবু দাউদ শরীফের একটি রেওয়ায়েত তিনি উপস্থাপন করেন, যাতে লেখা ছিল হযরত ইমাম হোসাইন ১৮ বা ১৯টি বিয়ে করেছেন। হযরত মৌলভী সাহেব এই উদ্ধৃতিটি মসীহ্ মওউদকে দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন এটি কোথায় লেখা আছে যে, সব স্ত্রী তার এক যুগেই ছিল, তো বিষয়ের এখানে অবসান ঘটে যে, চারের অধিক বিয়ে এক সাথে করা যেতে পারে না আর সে ক্ষেত্রেও শর্ত স্বাপেক্ষ আর তাক্ওয়া হল সবচেয়ে বড় শর্ত। ইমামের ডাকে সাড়া দেয়া সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইমামের ডাকের মোকাবেলায় ব্যক্তির আওয়াজ-এর কোন গুরুত্বই নেই, যখনই তোমাদের কানে আল্লাহ্র রসূলের আওয়াজ পরে তাৎক্ষণিকভাবে লাব্বায়েক বলা এবং সেটিকে বাস্তবায়নের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ছুটো কেননা এতেই তোমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত বরং মানুষ যদি তখন নামাযেও রত থাকে তার জন্য আবশ্যক হবে নামায ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র রসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া। কখনো কখনো কেউ কেউ এ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াত পাঠ করেন,

"লা তাজ আলু দোয়াআর রসূলু বায়নাকুম কাদ দোয়ায়ে বা'দাকুম বা'জা কাদ ইয়ালামুল্লাযিনা তাসাল্লালুনা মিনকুম লাও আজা ফাল ইয়াহযারিল্লাযিনা ইউখালেফুনা আন আমরিহি আন তুসিবাহুম ফিতনাতুন ওয়া ইয়াসিবাহুম আযাবুন আলিম"

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে এই রসূলের তোমাদের ডাকাকে সেভাবে মনে কর না যেভাবে তোমরা পরস্পরকে উচ্চস্বরে ডেকে থাক বা এটি মনে কর না যে, রসূল ডেকেছেন সাড়া দেয়া না দেয়া সমান কথা, নিশ্চয় আল্লাহ্ সেসকল লোকদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্য থেকে পাশ কাটিয়ে সড়ে পরে সুতরাং যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে তারা যেন সাবধান হয়, পাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে কোন বিপদ তাদেরকে স্পর্শ না করে বা কোন যন্ত্রনাদায়ক আযাবের তারা স্বীকার না হয়। অনুরূপভাবে অন্যত্র এসেছে, **"ইয়া আইয্যুহাল্লাযিনা**

আমানুসতাযিবুলিল্লাহে ওয়ালির রসূলী ইযা দাআকুম লেমা ইউহিকুম” অর্থাৎ হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের কথা শুনার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত হও যখন তোমাদেরকে জীবিত করার জন্য ডাকেন। নবীর ডাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়া এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বরং ঈমানের লক্ষণাবলীর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। সব কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত, তাঁর নির্দেশের অধিনে থেকে করা উচিত। মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক বৈঠকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের অধিকাংশ মানুষ দাঁড়ি কামিয়ে ফেলে, দাড়ি সেফ করিয়ে নেয়, তিনি বলেন, আসল বিষয় হল খোদা প্রেম, এদের হৃদয়ে যখন খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, মানুষ নিজ থেকেই আমাদের অনুকরণ আরম্ভ করবে।

আল্লাহ্ তা’লা করুন আমরা প্রকৃত অর্থে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা অনুধাবন করব আর সত্যিকার খোদাপ্রেম আমাদের মাঝে সৃষ্টি হবে আর আমাদের প্রতিটি কথা এবং কর্ম খোদা তা’লার নির্দেশ অনুযায়ী হবে।

খোতবা জুমআর শেষে হুজুর (আইঃ) সিরিয়ার আব্দুল নূর জাবী সাহেব এর শাহাদতের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁর উত্তম গুণাবলীর প্রসংশা করে নামাযের পর গায়েবানা জানাযা পড়ানোর কথা ঘোষণা করেন।

Khulasa Khutba Juma Bangla Huzoor Anwar (atba), (18th March 2016)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331,